প্রথম আলো

তারিখ ... 19 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ২ ...

রক্ত দিয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মসূচি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান-পরীক্ষা চালুর দাবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

ক্লাস-পরীক্ষার দাবিতে শরীরের রক্ত দিয়ে গতকাল বুধবার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে অবস্থান ধর্মঘট পালন করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। তিন ঘণ্টা অবস্থান করার পর প্রশাসনের কর্মকর্তাদের আশ্বাসে তাঁরা অবস্থান কর্মসূচি প্রত্যাহার করে নেন।

একই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাস খোলার জন্য ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেন। এর মধ্যে ক্যাম্পাস খোলার কোনো কার্যকর ফল না পেলে এ সময় তাঁরা কঠোর আন্দোলনের ঘোষণা দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের ৩০ নভেম্বর বাসের চাপায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষের জের ধরে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে টানা ৩৭ দিন। পরে এ বছরের ৮ জানুয়ারি ক্যাম্পাস খুললেও অবরোধের সমর্থনে পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয় শাখা শিবিরের মিছিলকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও শিবিরের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা-ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় ওই দিন রাতেই বিশ্ববিদ্যালয় আবার অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যালয়গুলো খোলা। কিন্তু আবাসিক হলসহ সব একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে।

কর্মসূচিস্থলে শরীর থেকে সিরিঞ্জে নেওয়া রক্ত ছিটিয়ে দিচ্ছেন এক শিক্ষার্থী ● ছবি : প্রথম আলো

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন জানান, ১৪ মার্চ ক্যাম্পাস খোলার দাবিতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। ওই মানববন্ধনে শিক্ষার্থীদের পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে বুধবার সকালে দুই শতাধিক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে জড়ো হন। প্রথমে প্রধান ফটক দিয়ে তাঁরা ভেতরে ঢুকতে চাইলে পুলিশ তাঁদের বাধা দেয়। পরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অনুমতিতে তাঁরা পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভেতরে ঢোকেন। সকাল সোয়া ১০টার দিকে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনের সামনে গিয়ে অবস্থান কর্মসূচিতে অংশ নেয়। এ সময় শিক্ষার্থীরা 'অচলাবস্থার নিরসন চাই', 'অবিলম্বে ক্যাম্পাস খুলে দাও', 'দ্রুত ক্লাস-পরীক্ষা চালু কর' স্লোগান-সংবলিত ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে অবস্থান করতে থাকেন। এ সময় কয়েকজন শিক্ষার্থী সিরিঞ্জ দিয়ে নিজেদের শরীর থেকে রক্ত বের করে প্রশাসন ভবনের সামনে ঢেলে দেন। এরপর ক্যাম্পাস খোলার দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের ছাত্রী শায়লা তাবাসসুম বলেন, 'এমনিতেই সেশনজট, তার ওপর আবার ক্যাম্পাস প্রায় চার মাস বন্ধ। আবাসিক হলগুলো খুলে দিয়ে সব ক্লাস-পরীক্ষা চালু করা হোক। আমরা এ অচলাবস্থার নিরসন চাই।'

পরে দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবদুল হাকিম সরকার ও সহ-উপাচার্য শাহিনুর রহমান সেখানে এসে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক এবং পুলিশ সুপারদের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে দ্রুত ক্যাম্পাস খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে আশ্বস্ত করেন তাঁরা। পরে শিক্ষার্থীরা বেলা দেড়টা পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন।

আন্দোলন সঞ্চালনায় থাকা শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান বলেন, 'শনিবারের মধ্যে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ না দেখলে আমরা কঠোর কর্মসূচি নিতে বাধ্য হব।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবদুল হাকিম সরকার বলেন, তিনি আশা করছেন বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে দ্রুত ক্যাম্পাস খুলে দেওয়া হবে।